

নিদর্শ - ৮

[নিয়ম -১৩(৩) ও -২৬ দ্রষ্টব্য]

নির্বাচক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত লিখনের ত্রুটি-সংশোধনের জন্য আবেদনপত্র

..... বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের

নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক সমীপে

মহাশয়/ মহাশয়া,

সম্প্রতি তোলা সম্পূর্ণ
মুখমণ্ডলের পাসপোর্ট -
সাইজ (৩.৫ সে.মি. X
৩.৫ সে.মি.) ফোটোগ্রাফ
লাগানোর জায়গা

উল্লিখিত বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকায় আমার নিজের সম্পর্কে যে-লিখন আছে, তা সঠিক নয় এবং আমি সেটির সংশোধনের জন্য আবেদন করছি। আমার আবেদনের সমর্থনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নীচে দেওয়া হল:

১। আবেদনকারীর বৃত্তান্ত	নাম	পদবি (থাকলে)

নির্বাচক তালিকার অংশ নং: উক্ত অংশে নামের ক্রমিক নং:

বয়স: ১ জানুয়ারি# তে বছর: মাস: লিঙ্গ (পুং/স্ত্রী)

জন্মতারিখ (জানা থাকলে) তারিখ: মাস: সাল:

* পিতার/মাতার/ স্বামীর নাম	নাম	পদবি (থাকলে)

২। বর্তমানে সাধারণ ভাবে বসবাসের স্থানের বিবরণ (পুরো ঠিকানা):

বাড়ির নং:

রাস্তা / এলাকা / পাড়া:

শহর / গ্রাম:

ডাকঘর: পিন কোড:

থানা:

জেলা:

৩। নির্বাচকের সচিত্র-পরিচয়পত্রের বিবরণ (এই বা অন্য কোনও নির্বাচনক্ষেত্রে প্রদত্ত হলে)

নির্বাচকের সচিত্র-পরিচয়পত্রের নং:

বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নাম:

৪। যেসব লিখন সংশোধন করতে হবে

*আমার নাম / * আমার বয়স / *পিতার নাম / *মাতার নাম / *স্বামীর নাম / *লিঙ্গ / *ঠিকানা / *সচিত্র-পরিচয়পত্রের নং এই নিদর্শে প্রদত্ত উপরোক্ত তথ্য অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে।

স্থান: আপনার মোবাইল ফোন নম্বর/ই-মেল আইডি থাকলে
অনুগ্রহ করে এখানে লিখে দিন (ইচ্ছাধীন)

তারিখ: আবেদনকারীর সই বা টিপসই

দ্রষ্টব্য: কোনও ব্যক্তি যদি এমন কোনও বিবৃতি দেন বা ঘোষণা করেন যা মিথ্যা, বা যা তিনি মিথ্যা বলে জানেন বা বিশ্বাস করেন, অথবা সত্য বলে বিশ্বাস করেন না, তা হলে তিনি ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ধারা-৩১ মতে দণ্ডনীয় হবেন (১৯৫০ সালের ৪৩ নম্বর)।

সালটি লিখুন, যেমন-২০১১, ২০১২, ইত্যাদি।

* অপ্রয়োজনীয় বিকল্পগুলি কেটে দিন।

গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবরণ
(সংশ্লিষ্ট নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিককে পূরণ করতে হবে)

নির্বাচক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত লিখনের ত্রুটি-সংশোধনের জন্য শ্রী/শ্রীমতী/কুমারী-র/এর চ নং নির্দেশে প্রদত্ত আবেদনপত্রটি গ্রহণ*/খারিজ* করা হল।

[১৮* /২০*/২৬(৪)[‡] নম্বর নিয়ম মোতাবেক] *গ্রহণ অথবা [১৭*/২০*/২৬(৪)[‡] নম্বর নিয়ম মোতাবেক] *খারিজের যেসব কারণ দর্শানো হয়েছে সেসবের বিশদ বিবরণ:

স্থান:

তারিখ:

নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের স্বাক্ষর

(নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের শিলমোহর)

* অপ্রয়োজনীয় বিকল্পগুলি কেটে দিন।

[‡] নির্বাচক তালিকার চূড়ান্ত প্রকাশের পরে ধারাবাহিক সংশোধনের ক্ষেত্রে

ফিন্ডলেভেল অফিসার (যেমন - বিএলও, ডেজিগনেটেড অফিসার, সুপারভাইজরি অফিসার)-এর মন্তব্য

[এই পৃষ্ঠাটি যথেষ্ট পুরু হতে হবে যাতে ডাকপথে পৃষ্ঠাটি ছিঁড়ে না যায়/ক্ষতিগ্রস্ত না হয়]

গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগতিপত্র

এই পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অংশটি সংশ্লিষ্ট নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিককে পূরণ করতে হবে এবং প্রথম অংশে উল্লিখিত আবেদনকারীর দেওয়া ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

..... প্রথম ভাঁজ

প্রথম অংশ

পাঠানোর সময়
নির্বাচক নিবন্ধন
আধিকারিককে
ডাকমাশুল স্ট্যাম্প
লাগাতে হবে।

নিদর্শ-৮-এ প্রদত্ত.....

** শ্রী / শ্রীমতী / কুমারী _____-র /এর আবেদনপত্রটি

**(পুরো ঠিকানা):

বাড়ির নং:

রাস্তা / এলাকা / পাড়া:

শহর / গ্রাম:

ডাকঘর:

পিন কোড:

থানা:

জেলা:

**আবেদনকারীকে পূরণ করতে হবে।

..... দ্বিতীয় ভাঁজ

দ্বিতীয় অংশ

ক) গ্রহণ করা হল এবং _____ নং বিধানসভা কেন্দ্রের _____ নং অংশের _____ ক্রমিক নং-এর লিখনটি যথাযথ ভাবে সংশোধন করা হল।

খ) _____
_____ কারণে খারিজ করা হল।

তারিখ: _____

নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক
ঠিকানা _____

..... আলাদা করার জন্য অনুক্রমিক ছিদ্র

আবেদনপত্রের প্রাপ্তিস্বীকার

নিদর্শ-৮-এ প্রদত্ত ** শ্রী / শ্রীমতী / কুমারী _____-র /এর আবেদনপত্রটির প্রাপ্তিস্বীকার করা হল।

** ঠিকানা

তারিখ: _____

নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের
পক্ষে আবেদনপত্র গ্রহণকারী
আধিকারিকের স্বাক্ষর
ঠিকানা _____

** আবেদনকারীকে পূরণ করতে হবে।

আবেদন জানানোর জন্য নিদর্শ-৮ (ফর্ম-৮) কী ভাবে পূরণ করতে হবে সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকা
সাধারণ নির্দেশাবলি

কে নিদর্শ-৮ (ফর্ম-৮)-এ আবেদন জানাতে পারেন ?

- ১। ভোটার তালিকায় নাম আছে এমন কোনও ব্যক্তিই কেবল ভোটার তালিকায় ছাপা তাঁর নিজের সম্পর্কে লিখনের ত্রুটি-সংশোধনের জন্য আবেদন জানাতে পারেন। কোনও ব্যক্তি অপর কোনও ব্যক্তির সম্পর্কে লিখনের ত্রুটি-সংশোধনের জন্য ফর্ম-৮-এ আবেদন জানাতে পারবেন না।

কখন নিদর্শ-৮ (ফর্ম-৮)-এ আবেদন জানানো যাবে ?

- ১। বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রে খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশের দিন থেকে নির্দিষ্ট সূচী অনুযায়ী দরখাস্ত করতে পারেন। যখনই কোন নির্বাচক তালিকার সংশোধনের ঘোষণা হয় তখনই সে বিষয়ে প্রচার করা হয়। প্রচার মাধ্যমের এই ঘোষণার জন্য লক্ষ্য রাখুন। এই নির্দিষ্ট দিনগুলিতে এলাকার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এক কপি (নিদর্শ-৮) জমা দিতে হয়।
- ২। সংশোধনের প্রক্রিয়া যখন চালু না থাকে তখনও অর্থাৎ নির্দিষ্ট সূচী ব্যতিরেকে অন্য সময়ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক (ই আর ও)-এর কাছে ২ কপি দরখাস্ত (নিদর্শ-৮) জমা দিয়ে আবেদন করা যায়।

কোথায় নিদর্শ-৮ (ফর্ম-৮)-এ আবেদন জানানো যাবে ?

- ১। যখন সংশোধনের প্রক্রিয়া ঘোষিত হয় সেই সূচী অনুযায়ী ঘোষিত স্থান বা ডেজিগনেটেড লোকেশন (যা সাধারণভাবে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে হয়ে থাকে) যেখানে খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশিত হয়েছে।
- ২। সংশ্লিষ্ট নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক বা সহকারী নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের কাছে সরাসরি।
- ৩। অন্য সময়ে অর্থাৎ যখন কোন সংশোধনের সূচী ঘোষিত হয়নি তেমন সময়ে সরাসরি কেবলমাত্র নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিক বা ই আর ও-র কাছে।

কী ভাবে নিদর্শ-৮ (ফর্ম-৮) পূরণ করতে হবে ?

- ১। বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের কাছে আবেদন জানাতে হবে। ফাঁকা জায়গাটিতে নির্বাচনক্ষেত্রের নাম লিখতে হবে।
- ২। **নাম**
ভোটার তালিকায় যে-ভাবে নিজের নামটি ছাপা হওয়া দরকার অনুগ্রহ করে আবেদনপত্রের অংশ-১-এ সেই ভাবেই নিজের নামটি লিখুন। যদি আপনার নামের আদ্যক্ষর দিয়ে আপনার নামটি ভোটার তালিকায় সংক্ষিপ্তকারে ছাপা হয়ে থাকে এবং আপনি ভোটার তালিকায় নামটি পূর্ণাঙ্গরূপে তুলতে চাইলে, আপনি আপনার নামটি পূর্ণাঙ্গরূপে লিখতে পারেন। পদবি ছাড়া পুরো নামটি প্রথম ঘরে এবং পদবি দ্বিতীয় ঘরে লিখতে হবে। পদবি না-থাকলে কেবল নামই লিখুন। নাম বা পদবির অঙ্গ হিসাবে বর্ণের উল্লেখের প্রচলন না-থাকলে বর্ণের উল্লেখ করবেন না। শ্রী, শ্রীমতী, কুমারী, খান, বেগম, পণ্ডিত, ইত্যাদি উপাধির উল্লেখের কোনও প্রয়োজন নেই। ভোটার তালিকার যে-অংশে এবং যে-ক্রমিক নম্বরে আপনার নাম নথিবদ্ধ আছে অনুগ্রহ করে সেই অংশ নং ও ক্রমিক নং পূরণ করুন। এটি বাধ্যতামূলক।
- ৩। **বয়স**
যে-বছরের ১ জানুয়ারিকে ভিত্তি-তারিখ ধরে ভোটার তালিকা ছাপা হয়েছে, অনুরূপ ভাবে আপনাকে উক্ত তারিখে আপনার বয়স কত তা বছর ও মাসে ভেঙে উল্লেখ করতে হবে।
- ৪। **লিঙ্গ**
সংশ্লিষ্ট ঘরে আপনার লিঙ্গ, যেমন - পুরুষ / নারী / অন্যান্য পুরো লিখুন। আবেদনকারী পুরুষ বা নারী হিসাবে চিহ্নিত হতে অসম্মত হলে, তিনি তাঁর লিঙ্গ হিসাবে ‘অন্যান্য’ বলে উল্লেখ করতে পারেন।
- ৫। **জন্মতারিখ (তথ্যভিত্তিক প্রমাণ-সহ)**
তারিখ-মাস-সালের ঘরে জন্মতারিখ সংখ্যায় লিখুন।
জন্মতারিখের প্রমাণস্বরূপ যে-সব নথির কোন একটি আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে সেগুলি হল:
 - ক) উপযুক্ত পৌর বা অন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত জন্মের শংসাপত্র, অথবা ব্যাপ্টিজম সার্টিফিকেট, বা
 - খ) আবেদনকারী সর্বশেষ যে-বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন সেই সরকারি বা সরকার-অনুমোদিত বিদ্যালয় প্রদত্ত জন্মের শংসাপত্র, বা
 - গ) মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার শংসাপত্র/অ্যাডমিট কার্ড যেখানে জন্মতারিখ লেখা আছে (মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় বসেছেন এমন আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে), বা
 - ঘ) অষ্টমশ্রেণি উত্তীর্ণ আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে ওই পরীক্ষার মার্কশিট, যদি তাতে জন্মতারিখের উল্লেখ থাকে, বা
 - ঙ) পঞ্চমশ্রেণি উত্তীর্ণ আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে ওই পরীক্ষার মার্কশিট, যদি তাতে জন্মতারিখের উল্লেখ থাকে, বা

- চ) যে-সমস্ত আবেদনকারীর ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা না করার কারণে জন্মতারিখসহ নির্দিষ্ট শংসাপত্র নেই, সে-সমস্ত ক্ষেত্রে বাবা বা মা — যে কোন একজনের নির্দিষ্ট বয়ানে দেওয়া ঘোষণাপত্র। যে-সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে বাবা বা মা-র ঘোষণাপত্রকেই বয়সের প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হচ্ছে সে-সমস্ত ক্ষেত্রে বয়স যাচাই করার জন্য আবেদনকারীকে অবশ্যই বিএলও/এইআরও/ইআরও-র কাছে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হতে হবে, বা
- ছ) যে-সমস্ত ক্ষেত্রে পড়াশুনা না করার কারণে বিদ্যালয়ের জন্মতারিখযুক্ত শংসাপত্র পাওয়া সম্ভব নয় এবং আবেদনকারীর বাবা-মা-র কেউই বেঁচে নেই সে-সমস্ত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বা পৌরসভা / পুরনিগমের সদস্যর দেওয়া বয়সের শংসাপত্র।

লক্ষণীয়: বয়সের প্রমাণপত্র কেবলমাত্র ১৮ থেকে ২১ বছর বয়সের আবেদনকারীর ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। অন্য সবক্ষেত্রে বয়স সংক্রান্ত আবেদনকারীর নিজস্ব ঘোষণাই বয়সের প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হবে।

৬। সম্পর্কিত ব্যক্তির নাম

যে বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রে আপনি নাম তোলার জন্য দরখাস্ত করছেন সেই বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রে আপনার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নাম থাকলে সেটি লিখুন। এর পরে, পুরুষ বা অবিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে পিতা বা মাতার নাম এবং বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বামীর নাম লিখবেন।

৭। সাধারণ ভাবে বসবাসের স্থান

আপনি যে-ঠিকানায় সাধারণ ভাবে বসবাস করেন, সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকায় ছাপা পিনকোড-সহ সেই ঠিকানাটি অনুগ্রহ করে আবেদনপত্রের অংশ-২-এর নির্দিষ্ট স্থানে পুরো লিখুন।

সাধারণ ভাবে বসবাসের স্থানের প্রমাণস্বরূপ যে-সকল নথির প্রতিলিপি জুড়তে হবে সেসব নিম্নরূপ:

- ক) ব্যাঙ্ক / কিষণ / পোস্টঅফিসের কারেন্ট পাসবুক, বা
- খ) আবেদনকারীর রেশন কার্ড/পাসপোর্ট/ড্রাইভিং লাইসেন্স/ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন জমা করার প্রমাণপত্র অথবা অ্যাসেসমেন্ট অর্ডার, বা
- গ) ওই ঠিকানায় আবেদনকারী বা তাঁর নিকটতম সম্পর্কের কোনও ব্যক্তি, যেমন-পিতা/মাতা-এর নামে পাঠানো জলের / টেলিফোনের / বিদ্যুতের / গ্যাস কানেকশনের বিল, বা
- ঘ) ওই ঠিকানায় আবেদনকারীকে পাঠানো অথবা তাঁর পাওয়া ডাক বিভাগের ডাক।

লক্ষণীয়: গৃহহীন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ফর্ম-৮-এ প্রদত্ত ঠিকানায় বিএলও রাতে গিয়ে দেখবেন যে প্রকৃতই ওই ব্যক্তি ফর্ম-৮-এ প্রদত্ত ঠিকানায় রাতে ঘুমান কি না। যদি বিএলও সত্যতা যাচাই করতে সমর্থ হন যে, ওই গৃহহীন ব্যক্তি প্রকৃতই ওই স্থানে ঘুমান, তাহলে বসবাসের ঠিকানার কোনও প্রমাণপত্র লাগবে না। এই সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বিএলও অবশ্যই একাধিক রাত ওই স্থানে যাবেন।

৮। সচিত্র-ভোটার কার্ডের বিবরণ

যদি ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আপনাকে সচিত্র-ভোটার কার্ড দেওয়া হয়ে থাকে, তা হলে কার্ডের (সম্মুখ ভাগে ছাপা) নম্বর এবং (পশ্চাৎ ভাগে ছাপা) প্রদানের তারিখটি উল্লেখ করুন। উপরন্তু, অনুগ্রহ করে কার্ডের উভয় ভাগের স্ব-প্রত্যয়িত ফোটোকপি সঙ্গে জুড়ে দিন।

৯। যেসব লিখনের সংশোধন করতে হবে

যেসব লিখনের সংশোধন করতে হবে, আপনাকে আবেদনপত্রের অংশ-৪-এ সেসবের সানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে হবে। তাই আবেদনপত্রের এই অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবেদনপত্রের অংশ-১ থেকে অংশ-৩ পর্যন্ত জায়গায় আপনি আপনার নাম, বয়স, জন্মতারিখ, সম্পর্কিত ব্যক্তির নাম, লিঙ্গ, ঠিকানা এবং সচিত্র-ভোটার কার্ডের নং সংক্রান্ত সঠিক বৃত্তান্ত জানিয়েছেন। এই অংশে আপনার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী যেসব লিখন সংশোধন করতে হবে সেসবের একেকটির উপর বোঝা যায় এমন ভাবে একটি করে টিক চিহ্ন দিন।

আমাদের রাজ্যে এখন ভোটার তালিকায় ভোটারের ছবি ছাপা হয়। ভুল ছবি ছাপা হওয়ার কারণে তার সংশোধনের জন্য আবেদনকারী আবেদনপত্রের অংশ-৪-এ “আমার ফটোগ্রাফ” লিখে দিতে পারেন এবং সম্ভব হলে, আবেদনপত্রের সঙ্গে সম্প্রতি তোলা এক কপি রঙিন পাসপোর্টসাইজ ফটোগ্রাফও জুড়ে দিতে পারেন।

আবেদনপত্রের প্রাপ্তিস্বীকার ও গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাপন অংশে আপনার নামও সম্পূর্ণ ঠিকানা লিখুন। সেই-এর আগে আপনার মোবাইল নম্বরটি লিখে নির্বাচন কর্তৃপক্ষের পক্ষে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করা সহজ হবে।